ইসলামী পর্দা

(প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

চাদর ও চার দেয়ালের শিক্ষা কে দিয়েছে?

ইসলামী পর্দা কি উন্নতির পথে বাঁধা?

বিবি ফাতেমা رضی اللہ عنہا এর কাফনেরও পর্দা! (ঘটনা)

"মহিলাদের স্বাধীনতার" স্লোগান দাতাদের থেকে বেঁচে থাকুন

পর্দানশীল মেয়েদের কি বিয়ে হয় না?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

(প্রশ্নোত্তর) ইসলামী পর্দা

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন এই "**ইসলামী পর্দা** (প্রশ্নোত্তর)" পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে লজ্জা ও শালীনতা দ্বারা সমৃদ্ধ করো এবং বিনা হিসেবে ক্ষমা দ্বারা ধন্য করো। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ واٰلِہٖ وَسَلَّم

বিবি আয়েশার সুঁই (ঘটনা)

উম্মুল মুমিনীন (অর্থাৎ সকল মুসলমানের আম্মাজান) হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا সেহরির সময় কিছু সেলাই করছিলেন, হঠাৎ তাঁর সুইঁটি হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলো এবং প্রদীপও নিভে গেলো। এমন সময় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘরে আগমন করলেন। চেহারা মুবারকের আলোয় সারা ঘর আলোকিত হয়ে গেলো, এমনকি সুঁইটিও পেয়ে গেলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার চেহারা মুবারক কতইনা উজ্জ্বল! **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: "وَيۡلٌ لِّمَنۡ لَّا يَرَانِيۡ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ" অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে আমাকে কিয়ামতের দিন দেখতে পারবে না।" আরয করা হলো: কে সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে দেখতে পারবে না। ইরশাদ করলেন: সে হলো কৃপণ ব্যক্তি। জিজ্ঞাসা করা হলো: "কৃপণ কে?" ইরশাদ করলেন: "اَلَّذِيۡ لَا يُصَلِّيۡ عَلَيَّ اِذَا سَمِعَ بِاسۡمِيۡ- অর্থাৎ যে আমার নাম শুনলো এবং আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না।"

(আল কৃওলুল বদি, ৩০২ পৃষ্ঠা। শরফুল মুস্তফা, ২/১০৩)

সোযানে গুমশুদা মিলতিহে তাবসুম সে তেরে
শাম কো সুবহো বানাতা হে উজালা তেরা

(যওকে নাত, ২৫ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: সোযান: সুঁই। গুমশুদা: হারানো। তাবাসসুম: মুচকী হাসি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাকের সুতোর বরকত (ঘটনা)

প্রশ্ন: ইসলামী পর্দাশীল কোনো সম্মানিতা রমনীর ঘটনা বর্ণনা করুন, যাতে ঈমান সতেজ হয়।

www.dawateislami.net

উত্তর: একদা দিল্লিতে প্রকট আকারে দুর্ভিক্ষ (অনাবৃষ্টির কারণে খাবারের স্বল্পতা) দেখা দিলো, মানুষের অনেক দোয়ার পরও বৃষ্টি হলো না। হযরত নিজামুদ্দিন আবুল মুওয়াইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর পোশাকের একটি সুতো হাতে নিয়ে দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ**! এটা ঐ মহিলার জামার সুতো, যেই মহিলার প্রতি কোনো নামুহরিমের দৃষ্টি পড়েনি, **আমার মওলা**! এর ওসিলায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো।" তখনো দোয়া শেষ হয়নি, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। (আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চাদর ও চার দেয়ালের শিক্ষা কে দিয়েছে?

প্রশ্ন: কিছু লোকেরা বলে যে, ওলামায়ে কিরামরা মহিলাদেরকে **"চাদর ও চার দেয়াল"** এর ভেতর বসিয়ে রাখতে চায়!

www.dawateislami.net

উত্তর: এতে ওলামায়ে কিরামের ব্যক্তিগত কোন উপকার নেই। এটা দুনিয়ার কোন আলিমের দ্বীন নয়, স্বয়ং **রাব্বুল অলামিন** সূরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা;

"তাফসীর সীরাতুল জিনান" ৮ম খন্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে রয়েছে: অর্থাৎ **হে আমার হাবীব** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্ত্রীগণ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো, (আর শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়ো না) মনে রাখবেন যে, এই আয়াতে সম্বোধন যদিওবা সম্মানিতা স্ত্রীগণ (অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ) رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ দের করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

(রুহুল বয়ান, ৭/১৭০)

www.dawateislami.net

আল্লাহর শপথ! আর ঘর থেকে বের হবোনা (ঘটনা)

সম্মানিতা স্ত্রীগণ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ **আল্লাহ পাকের** এই আদেশের উপর কতটা আমল করেছেন তার একটি ঝলক দেখুন। যেমনটি ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে বলা হলো যে, উম্মুল মুমিনীন (অর্থাৎ সকল মুসলমানের আম্মাজান) হযরত সাওদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে বলা হলো: আপনার কি হয়ে গেছে যে, আপনি না হজ্জ করছেন আর না ওমরা করছেন? তিনি উত্তরে বললেন: আমি হজ্জও করেছি এবং ওমরাও করেছি আর **আল্লাহ পাক** আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেনো ঘরে থাকি, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি আর ঘর থেকে বের হবোনা। বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ এই ঘটনাটি শুনে বর্ণনাকারী) বর্ণনা হলো যে, **আল্লাহর** শপথ! তিনি তাঁর দরজা থেকে বাইরে বের হয়নি এমনকি তাঁর জানাযই বের হয়েছে। (তাফসীরে চা'লবী, ৮/৩৪। তাফসীরে দুররে মনছুর, ৬/৫৯৯) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আহ! এই ঘটনা থেকে ঐ সকল মহিলারাও শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা বাজারে মানুষের ভীড়ে এবং তাওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদিতে নির্ভিকতার সহিত পুরুষদের ভীড়ে প্রবেশ করে থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আজকাল কি পর্দার প্রয়োজন নেই?

প্রশ্ন: "আজকাল পর্দার প্রয়োজন নেই" এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: এরূপ বলাটা অত্যন্ত কঠিন বাক্য। এ ধরনের বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পর্দার ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা প্রকাশ পায় আর সম্পূর্ণরূপে **পর্দার ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা কুফরী,** পক্ষান্তরে যদি কেউ পর্দার ফরয হওয়াকে মান্য করে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট নিয়মকে অস্বীকার করে, যার সম্পর্ক "দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা" এর মধ্যে নেই তবে কুফরের হুকুম লাগবে না।

www.dawateislami.net

সন্তান হারিয়েছি লজ্জা হারায়নি (ঘটনা)

হযরত বিবি উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সন্তান যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলো, তার ব্যাপারে জানার জন্য চেহারায় নেকাব লাগিয়ে পর্দা সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এতে কেউ অবাক হয়ে বললো: এই সময়েও আপনি চেহারায় নেকাব দিয়ে রেখেছেন! তিনি বলতে লাগলন: **নিশ্চয় আমি সন্তান হারিয়েছি, লজ্জা হারায়নি।** (আবু দাউদ, ৩/৯, হাদীস ২৪৮৮) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবীয়ার এই ঘটনা থেকে এটাই শিখলাম যে, আমাদের এখানে বিবাহ বা শোকের অনুষ্ঠান হোক বা অসুস্থতার পরিস্থিতি হোক কিংবা মৃতের বাড়ি, প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতেই **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলীর উপর আমল করে **ইসলামী পর্দা**র প্রতি পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা জরুরী, শয়তান লক্ষ্য অপারগতা মস্তিষ্কে প্রবেশ

www.dawateislami.net

করানোর অপচেষ্টা করবে, ইসলামী বোনেরা কখনোই শরীয়ত ও সুন্নাতের আঁচল ছাড়বেন না।

সরওয়ারে দিঁ! লিজে আপনে নাতাওয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা! কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

অন্তরের পর্দা কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন: কিছু মহিলা বলে: "শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা থাকাই উচিত" এর বাস্তবতা কী?

উত্তর: এটা শয়তানের অনেক বড় এবং মন্দ একটি আক্রমন আর এই নিকৃষ্ট বাক্য দ্বারা কুরআনী আয়াতকে অস্বীকার করা সাব্যস্থ হয়, যাতে প্রকাশ্য দেহকে পর্দায় আবৃত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমন; ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰی

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা;

www.dawateislami.net

এই সুরার ৫৯ নং আয়াতে রয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে নবী! আপনার বিবিগণ, শাহাজাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরের একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে।

১৮তম পারা সূরা নূরের ৩১নং আয়াতে রয়েছে:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে;

যে শরীরের পর্দাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে আর বলবে যে, "শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট" তার ঈমান চলে যাবে। কিন্তু এরুপ বলার (অর্থাৎ কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার) পরও বিবাব ভঙ্গ হবে না, এবং তার জন্য অনুমতি নেই যে, ইসলাম কবুলের পর অন্য কারো সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে, তবে হ্যাঁ (যেহেতু সে তার মুরতাদ হওয়ার কারণে নিজের স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছিলো তাই) ইসলাম গ্রহণের পর, পূর্ববর্তী স্বামীর সাথেই বিবাহ নবায়নের প্রতি

www.dawateislami.net

বাধ্য করা হবে। যদি কারো মুরীদ ছিলো তবে তার বাইয়াত ভঙ্গ হয়ে গেছে, ইসলাম গ্রহনের পর যদি মুরিদ হতে চায় তবে পূর্ববর্তী পীর সাহেবেরই বাইয়াত হওয়া জরুরী নয়, যে কোন শরীয়তের অনুসারী শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের নিকট বাইয়াত হতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পর্দার ফরয হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু পর্দার বিশেষ কোন নিয়মকে অস্বীকার করে যার সম্পর্ক "দ্বীনের প্রয়োজনীয়তার" সাথে নয় তবে কুফরের হুকুম লাগবে না।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঈমান নবায়নের পদ্ধতি

প্রশ্ন: ঈমান নবায়নের (অর্থাৎ নতুনভাবে ঈমান আনার) পদ্ধতি বলে দিন।

উত্তর: যে কুফরী মতবাদ থেকে তওবা করবে, তা তখনই কবুল হবে, যখন সে সেই কুফরীকে কুফর বলে স্বীকার করবে এবং অন্তরে সেই কুফরীর প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তও হবে, যে কুফরী সংঘটিত হয়েছে তওবার সময় তা উল্লেখও

www.dawateislami.net

করবে। যেমন; যে শরীরের পর্দাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে (অথবা মনে রেখে) বললো: “শুধু অন্তরেরই পর্দা হয়ে থাকে” সে এভাবে বলবে: হে **আল্লাহ পাক**! আমি যে এরূপ বলেছি যে, “শুধু অন্তরেরই পর্দা হয়ে থাকে।” **আমি এই কুফরী বাক্য থেকে তওবা করছি**। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, “لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** রাসুল।” এভাবে নির্দিষ্ট কুফরী থেকে তওবাও হয়ে গেলো এবং **ঈমান নবায়ন**ও হয়ে গেলো। যদি مَعَاذَ الله কয়েকটি কুফরী বাক্য উচ্চারিত হয় আর স্মরন নেই যে, কি কি কুফরী বাক্য বলেছে, তবে এভাবে বলুন: “**হে আল্লাহ পাক! আমার দ্বারা যে সমস্ত কুফরী সংগঠিত হয়েছে আমি সেগুলো থেকে তওবা করছি**।” তারপর কালেমা পড়ে নিন। (যদি কালেমা শরীফের অনুবাদ জানা থাকে, তবে মুখ দ্বারা অনুবাদ উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই) যদি এটাই জানা নাই যে, কুফরী বাক্য বলেছে কিনা তবুও যদি সতর্কতাবশত তওবা করতে চায় তবে এভাবে বলুন: “**হে আল্লাহ পাক! যদি আমার দ্বারা কোন কুফরী সংগঠিত হয়ে থাকে তবে আমি তা থেকে তওবা করছি**।” এরূপ বলার পর কালেমা শরীফ পাঠ করে নিন।

বিবাহ নবায়নের পদ্ধতি

প্রশ্ন: বিবাহ নবায়নের কিভাবে করতে হয়?

উত্তর: বিবাহ নবায়নের অর্থ হলো: "নতুন মোহরানার মাধ্যমে নতুন বিবাহ করা।" এর জন্য মানুষ জড়ো করা জরুরী নয়। বিবাহ হলো ইজাব ও কবুলের নাম। হ্যাঁ বিবাহের সময় সাক্ষী হিসেবে কমপক্ষে দু'জন মুসলমান পুরুষ বা একজন মুসলমান পুরুষ ও দু'জন মুসলমান মহিলার উপস্থিত থাকা আবশ্যক। বিবাহে খুতবা শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব। খুতবা মুখস্ত না থাকলে اَعُوْذُ بِاللّٰه ও بِسۡمِ اللّٰه শরীফের পর **সূরা ফাতিহা**ও পাঠ করতে পারেন। কমপক্ষে দশ দিরহাম অর্থাৎ দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রূপা (বর্তমান ওজন অনুযায়ী ৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলিগ্রাম রূপা) বা এর সমপরিমাণ মূল্য মোহরানা ওয়াজিব। যেমন; আপনি ১২০০ টাকা বাকিতে মোহরানার নিয়্যত করলেন (কিন্তু এদিকে লক্ষ্য রাখবেন যে, মোহরানা নির্ধারণ করার সময় বর্ণনাকৃত রুপার দাম দেশীয় কারেন্সিতে ১২০০ টাকার বেশি নয় তো) অতএব এবার উল্লেখিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আপনি "ইজাব"করুন

www.dawateislami.net

অর্থাৎ মহিলাকে বলুন: "আমি ১২০০ টাকা মোহরানার বিনিময়ে আপনাকে বিবাহ করলাম।" মহিলা বলবে: "আমি কবুল করলাম।" বিবাহ হয়ে গেলো। এমনও হতে পারে যে, মহিলাই খুতবা বা **সূরা ফাতিহা** পাঠ করে "ইজাব" তথা প্রস্তাব করবে আর পুরুষ বলবে: "আমি কবুল করলাম," বিবাহ হয়ে গেলো। বিয়ের পর মহিলা চাইলে মোহরানা ক্ষমাও করে দিতে পারে। কিন্তু পুরুষ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত মহিলাকে মোহরানা ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন করবে না। মনে রাখবেন! বিবাহ বহাল থাকাকালীন সতর্কতামূলক বিবাহ করার সময় মোহরানা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। "বাহারে শরীয়তে" রয়েছে: যদি শুধু সতর্কতাবশত বিবাহ নবায়ন করে তবে পুনরায় বিবাহের মোহরানা ওয়াজিব নয়।

(বাহারে শরীয়ত, ২/৬৭)

অন্তর ঠিক থাকলে বাহ্যিক অবস্থাও ঠিক হয়ে যেতো!

বাস্তবতা তো এটাই যে, মানুষের "বাহ্যিক অবস্থা" তার অন্তরের প্রতিনিধি (Representative) স্বরূপ, অন্তর ভালো থাকলে এর প্রভাব বাইরেও প্রকাশ পাবে, সুতরাং পর্দা

সেই করবে যার অন্তর ভালো এবং **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হবে। যেমনটি আমার আকা, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, "বাতিন (অর্থাৎ অন্তর) পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিৎ, বাহ্যিক যেমনি হোক না কেনো," সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারনা। হাদীসে পাকে রয়েছে যে, "তার অন্তর যদি ভালো হতো, তবে বাহ্যিক অবস্থা নিজে নিজেই ভালো হয়ে যেতো।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/৬০৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

পরপুরুষের সাথে মহিলার হাত মিলানো

প্রশ্ন: নামুহরিম পুরুষ ও মহিলা পরস্পর হাত মিলানো কেমন?

উত্তর: উভয়েই গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী। হযরত ফকীহ আবুল লাইছ সমরকান্দি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: দুনিয়াতে পরনারীর (অর্থাৎ নামুহরিম) সাথে করমর্দনকারী কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার হাত তার তার গর্দানে আগুনের শিকল দ্বারা বাঁধা থাকবে।

(কুররাতুল উয়ুন মাআ রওযুল ফায়িক, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাথায় লোহার পেরেক

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক গেঁথে দেয়া, তা থেকে উত্তম যে, সে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলো, যে তার জন্য হালাল নয়।" (মু'জামু কবীর, ২০/২১১, হাদিস ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরপুরুষ ও পরনারী কাকে বলে?

প্রশ্ন: পরপুরুষ ও পরনারী কাকে বলে বলে?

উত্তর: ঐসকল নারী ও পুরুষ একে অপরের জন্য পরপুরুষ ও পরনারী বলা হয়, যাদের মাঝে পরস্পর বিবাহ করা সর্বদার জন্য হারাম নয়। এরূপ পুরুষকে নামুহরিম বা পরপুরুষ এবং এমন নারীকে নামুহরিম বা পরনারীও বলা হয়।

পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে!

প্রশ্ন: কিছু লোক এটা বলে যে, পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, পর্দার ব্যাপারে এতো কঠোরতা করা উচিত নয়?

www.dawateislami.net

উত্তর: **আল্লাহ** পাকের **সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন আদেশ এমন নেই, যা মুসলমানের উপর তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَہَا ؕ
(পারা ৩, সুরা বাকারা, আয়াত ২৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ** কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পন করেন না, কিন্তু তার সাধ্যের পরিমান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী পর্দা কি উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক?

প্রশ্ন: অনেকে বলে যে, অমুসলিমরা অনেক উন্নতি করেছে, পর্দার উপর কঠোরতাই মুসলমানের উন্নতির পথে বাধাঁ হয়ে আছে!

উত্তর: **আল্লাহর** আশ্রয়! যদি সত্যি বলি তবে মুসলমানদের উন্নতিতে পর্দা নয় বরং বেপর্দাই প্রতিবন্ধক! জ্বি হ্যাঁ! যতক্ষন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে লজ্জা শরম ও পর্দার প্রথার প্রচলন ছিলো ততক্ষন পর্যন্ত তারা বিজয়ের পর বিজয়

www.dawateislami.net

অর্জন করেছে, এমনকি দুনিয়ার অসংখ্য দেশে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়েছে। পর্দানশীন মায়েরই বড় বড় বীর বাহাদুর, সিপাহ শালার, মর্যাদাবান বাদশাহ, উলামায়ে রাব্বানি, আউলিয়ায়ে কামিলিনদের জন্ম দিয়েছেন। সমস্ত উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও সাহাবীয়াগন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُنَّ পর্দানশীন ছিলেন, হাসনাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمَا এর সম্মানিতা আম্মাজান, জান্নাতী মহিলাদের সর্দার, বিবি ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهَا পর্দানশীন ছিলেন, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান উম্মুল খাইর ফাতিমা رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَيْهَا পর্দানশীন ছিলেন। মোটকথা যতক্ষন পর্যন্ত পর্দা প্রথার প্রচলন ছিলো আর লজ্জাশীলা মহিলাগণ চাদর ও চার দেয়ালের মধ্যে ছিলো, মুসলমানরা খুবই উন্নতির পথ অতিক্রম করেছে। আহ! আজকের অভাগা মুসলমান টিভি এবং ইউটিউব ইত্যাদিতে সিনেমা-নাটক চালিয়ে, অহেতুক সিনেমার গান গেয়ে, বিয়েতে নাচ গানের আসর বসিয়ে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাড়ি মুন্ডন করে বা এক মুষ্টি থেকে কমিয়ে, সুন্নাত পরিপন্থি নির্লজ্জ পোষাক গায়ে জড়িয়ে, মোটর সাইকেলের পেছনে বেপর্দা স্ত্রীকে বসিয়ে,

www.dawateislami.net

মেকআপ করিয়ে বেপর্দা স্ত্রীকে পরপুরুষেভরা বিনোদন পার্কে (Amusement Park) নিয়ে, নিজের সন্তানদেরকে দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনের জন্য অমুসলিমদের নিকট সমর্পণ করে জানি না কি ধরনের উন্নতি খুঁজে বেড়াচ্ছে!

বে পর্দা কাল জু আয়ে নযর চন্দ বিবিয়াঁ
আকবর জমিঁ মে গেয়রতে কওমী সে গির গেয়া
পুছা জু উন সে আ’প কা পর্দা ওহ কেয়া হুয়া
কেহনে লাগি: ওহ আকল পে মারদোঁ কি পড় গেয়া

(আকবর ইলাহাবাদী)

প্রকৃতপক্ষে সফল কে?

আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজ অধিকাংশ মুসলমান মিথ্যা, গীবত, অপবাদ, খেয়ানত, ব্যাভিচার, মদ, জুয়া, সিনেমা-নাটক দেখা ও গান বাজনা ইত্যাদি শুনার মতো গুনাহ নিঃসংকোচে করে যাচ্ছে। অধিকাংশ মুসলমান নারীরা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অপবিত্র চিন্তায় লজ্জার চাদরকে খুলে ফেলে দিয়েছে, আর এখন দৃষ্টি আকর্ষনীয় শাড়ি, অর্ধালোঙ্গ পায়জামা, পুরুষ সূলভ পোশাক, পুরুষের ন্যায় চুল রাখার পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠান, হোটেল, বিনোদনের

www.dawateislami.net

স্থান ও সিনেমা হলে স্বীয় আখিরাত ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে। **আল্লাহর** শপথ! বর্তমান পদ্ধতিতে না উন্নতি, না সফলতা। উন্নতি আর সফলতা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে সুন্নাতানুযায়ী কাটিয়ে, ঈমান সহকারে কবরে যাওয়াতে আর জাহান্নামের বিধ্বংসী আযাব থেকে বেঁচে জান্নাত অর্জনেই রয়েছে। যেমনটি ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে।

জাহান্নামে মহিলাদের আধিক্য

মহিলাদের মধ্যে বেপর্দা হওয়া ও গুনাহের অধিক্য খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। **আল্লাহর** শপথ! জাহান্নামের আযাব সহ্য করার মতো নয়। "**সহীহ মুসলিম**"এ রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি জাহান্নামে

www.dawateislami.net

দেখলাম যে, জাহান্নামে মহিলা বেশি।" (মুসলিম, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৩৭) "মিরআত শরীফে" উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় রয়েছে: এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহিলাদের (মাঝে) অকৃতজ্ঞতা (ও) অধৈর্য অধিকহারে পাওয়া যায়, মহিলারা নষ্ট হলে সম্পূর্ণ পরিবারকে নষ্ট করে দেয় পক্ষান্তরে তারা ভাল হলে সম্পূর্ণ পরিবারকে ভালো করে দেয়, সন্তানের সর্বপ্রথম মাদরাসা হলা মায়ের কোল। (মিরআত, ৭/৬০)

স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী জাহান্নামী

"বুখারী শরীফে" রয়েছে: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি জাহান্নামে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের দেখেছি।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর কারণ কি যে, মহিলারা বেশি জাহান্নামী হয়ে গেছে? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এর কারণ হলো যে, মহিলারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ অস্বীকার করে থাকে, যদি তোমরা তাদের (অর্থাৎ মহিলাদের) সাথে আজীবন সদাচরণ করো, অতঃপর তোমাদের পক্ষ থেকে কিছু অপছন্দনীয় বিষয় দেখে নেয় তবে (স্বামীকে) বলবে যে, আমি

www.dawateislami.net

তোমার মাঝে কোন ভালো কাজ দেখিনি।"

(বুখারী, ৩/৪৬৩, হাদীস ৫১৯৭)

হায়া হে আখঁ মে বাকি না দিল মে খওফে খোদা
বাহুত দিনোঁ সে নেযামে হায়াত হে বারহাম
ওহি হে রাহ তেরে আযম ও শওক কি মনজিল
জাহাঁ হে আয়েশা ও ফাতিমাকে নকশে কদম
তেরে হায়াত হে কিরদারে রাবেয়া বসরি
তেরে ফাসানে কা মওযু আসমতে মরিয়ম

নির্লজ্জতার শেষ সীমা

অমুসলিমদের "উল্টো উন্নতি" এর সাথে প্রতিযোগিতা করে বেপর্দা ও নির্লজ্জতার বাজার গরমকারীরা একটু ভাবুন তো! তাদের নিজের এবং উল্টো প্রগতিশীল অমুসলিমদের প্রতি প্রভাবিত হওয়া দেশগুলোতে কি হচ্ছে! নৃত্যশালায় মানুষ নিজেদের চোখের সামনে নিজের স্ত্রী ও মেয়েদেরকে পরপুরুষের সাথে দেখছে আর তাদের বিবেক নারা দিচ্ছেনা বরং অনেক সময় তারা গর্ববোধ করে প্রশংসা করতে থাকে! বেপর্দা এবং ফ্যাশনেবল মহিলাদের ব্যাপারে সংবেদনশীল খবর নিত্যদিনই পত্রিকায় ছাপা হয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সত্তর হাজার (৭০,০০০) অবৈধ সন্তান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি অমুসলিম দেশের সৈন্য তার বন্ধু এক অমুসলিম দেশকে সাহায্য করার নামে কয়েক বছর সেই দেশে অবস্থান করেছিলো এবং অনেক “নোংরা কাজ” করেছিলো। যখন সে দেশে ফিরে গেলো তখন পরিসংখ্যান (Statistics) অনুযায়ী **সত্তর হাজার (৭০,০০০) “অবৈধ সন্তান”** রেখে গেছে! কিছু অমুসলিম দেশে, বেশ কয়েক বছরের পুরনো জরিপ অনুসারে, “অবৈধ সন্তান” জন্মের হার ষাট শতাংশ (৬০ শতাংশ) ছাড়িয়ে গেছে এবং “কুমারী মায়ের” সংখ্যা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে! তালাক প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, ঘরে শান্তির ছোঁয়াও পাওয়া যাচ্ছে না, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আস্থা হারিয়ে গেছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা হারিয়ে গেছে, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব শেষ হয়ে গেছে, কোন বিষয় কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেই তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যায়। ভাবুন তো! স্বামী স্ত্রীর মানসিক সম্প্রীতি (অর্থাৎ একমত পোষণ করা) যা সমাজের প্রথম ইট এবং মজবুত ভিত্তিও বটে, যার উপর সামাজিক পরিবেশ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যদি এই ভিত্তিই দুর্বল হয়ে

www.dawateislami.net

যায় তবে সুস্থ সমাজ কিভাবে গড়ে উঠবে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলাম যে কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছে তাতেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে আর যে কাজগুলো করতে বারণ করেছে তাতে আমাদের ক্ষতিই ক্ষতি। এই ধর্ম চিরকালের জন্য, তাই এমন কোন সময় আসতেই পারে না যে, এর হারামকৃত বিষয় সর্বাবস্থায় হালাল হয়ে যাবে বা এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

উঠা কর ফেক দেয় আল্লাহ কে বান্দে
নায়ি তাহযীব কে আন্ডে হি গান্দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী পর্দা করতে দ্বিধাবোধ করলে তবে .....

প্রশ্ন: পরিবেশ খুবই এডভান্স এবং ফ্যাশন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, ইসলামী পর্দা করতে দ্বিধা হয়, কি করা যায়?

উত্তর: ইসলামী পর্দা বর্জন করা উচিত নয়, কেননা তা খুবই মহান নেবী এবং বেপর্দা হওয়া কঠিন গুনাহ। পর্দা করতে যত বেশি কষ্ট হবে, সাওয়াবও اِنْ شَآءَ الله তত বেশি হবে।

www.dawateislami.net

বলা হয়েছে: اَفۡضَلُ الۡعِبَادَاتِ اَحۡمَزُهَا۔ অর্থাৎ "সর্বোত্তম ইবাদত হলো তা, যাতে কষ্ট বেশি হয়।" (কাশফুল খিফা, ১/১৪১) ইমাম শারাফু উদ্দিন নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "ইবাদতে কষ্ট ও খরচ বেশি হওয়াতে সওয়াব ও ফযিলতও বেড়ে যায়।" (শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৮/১৫২) হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "সর্বোত্তম আমল তা, যার জন্য নফসকে বাধ্য হতে হয়।" (মুহাসাবাতিন নফস লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮২ পৃষ্ঠা, নম্বর ১১৩) হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "যেই আমল পৃথিবীতে যত বেশি কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় (অর্থাৎ আমল পরিমাপের পাল্লায়) তত বেশি ভারী হবে।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৯৬ পৃষ্ঠা) তবে হ্যাঁ যদি কারো নিজের অন্তরেই অনিষ্ঠতা থাকে তবে কী আর বলার! হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "নূরুল ইরফান" ৩১৮ পৃষ্ঠায় বলেন: "যার গুনাহকে সহজ মনে হয় আর নেকীকে ভারী, বুঝে নাও তার অন্তরে কপটতা রয়েছে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে রক্ষা করো।" اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

বিবি ফাতিমার কাফনেরও পর্দা! (ঘটনা)

প্রশ্ন: বলা হয়ে থাকে; হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর তাঁর কাফনে পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ুক এটাও পছন্দ ছিলো না!

উত্তর: নিশ্চই, এমনই ছিলো, জান্নাতের মহিলাদের সর্দার হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে বলেন: "আমার এই পদ্ধতিটি ভালো লাগে না যে, মহিলাদের জানাযায় উপরে একটি কাপড় আবৃত করে নিয়ে যাওয়া হয়।" একথা শুনে তিনি বললেন: আমি "হাবশায়" (বর্তমান নাম হলো ইথিওপিয়া) দেখেছি যে, জানাযার উপর গাছের ডাল বেঁধে দোলনার মতো আকৃতি বানিয়ে তার উপর পর্দা আবৃত করে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি খেজুরের ডাল আনিয়ে, তা জুড়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে দেখালাম। হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন: "এটি কতইনা সুন্দর পদ্ধতি।" (যখন আমি ওফাত লাভ করবো তখন আমার জানাযাকে এভাবে ঢেকে নিয়ে যাবে)।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৫৩, নম্বর ১৪৫৫)

www.dawateislami.net

سُبۡحٰنَ الله! হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর পর্দারও কি অপরূপ শান, কেউ কতই না সুন্দর বলেছেন:

চু যাহরা বাশ আয মাখলুখ রো পুশ
কেহ দর আগোশ শাব্বিরে বাহ বিনি

(অর্থাৎ হযরত ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর মতো পরহেযগার ও পর্দানশীন হও, যাতে হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মতো সন্তান কোন দেখো। অর্থাৎ যেই মহিলা হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বাঁদী হবে তার সন্তান হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর গোলাম হবে)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

বিবি ফাতিমার পুলসিরাতেও পর্দা

প্রশ্ন: হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে কি হাশরবাসীরাও পুলসিরাত অতিক্রম করাবস্থায় দেখবে না?

উত্তর: হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ননা করেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কিয়ামত দিবস হবে, তখন বলা হবে: হে হাশরবাসীরা! নিজেদের দৃষ্টি নত রাখো, যাতে হযরত ফাতিমা

www.dawateislami.net

(পুলসিরাত) অতিক্রম করে নেয়।

(ফাযায়িলিস সাহাবাতি লি আহমদ হাম্বল, ২/৭৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহিলাদের মেকআপ করা কেমন?

প্রশ্ন: মহিলাদের মেকআপ করা, আঁটোসাঁটো অথবা পাতলা পোশাক পরিধান করা কেমন?

উত্তর: ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে শুধুমাত্র স্বামীর জন্য স্ত্রী জায়িয পদ্ধতিতে মেকআপ করতে পারবে, শরীয়তের অনুমতিতেও বাড়ীর বাইরে যাওয়ার জন্য মহিলা সুগন্ধি পাউডার ইত্যাদি ও সুবাশ ছড়ানো সুগন্ধি লাগাবে না। مَعَاذَ الله পরপুরুষের মাঝে দৃষ্টিনন্দিত হয়ে বেপর্দা বের হওয়া গুনাহ। পাতলা ওড়না যা দ্বারা চুলের রং প্রকাশ পায় অথবা পাতলা কাপড়ের মৌজা যা দ্বারা পায়ের গোছার চামড়া (অর্থাৎ Skin) প্রকাশ পায় বা এমন আঁটোসাটোঁ পোষাক পড়া যা দ্বারা বুকের স্ফিতি প্রকাশিত হয়, এমতাবস্থায় পরপুরুষের সামনে চলাফেরা করা গুনাহ।

www.dawateislami.net

বেপর্দা ও নির্লজ্জ মহিলাদের পরিণাম

"তাফসীরে সীরাতুল জিনান" ৮ম খন্ডের ২২-২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: নির্লজ্জ ও বেপর্দা মহিলাদের পরিণাম তো প্রত্যেকেই সমাজে নিজের চোখে দেখতে পারে যে, সম্মানিত এবং লজ্জাশীল শ্রেণীতে তাদের কোন মূল্যই থাকে না, (নোংরা মানসিকতার) লোকেরা তাদেরকে নিজেদের লালসাপূর্ণ দৃষ্টির নিশান বানিয়ে থাকে, তাদেরকে দেখে কটুক্তি করে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করে, মানুষের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান নফসের লালসা পূরণ করা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না আর এই কারণেই লালসা পূর্ণ হওয়ার পর তারা মহিলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং অনেকে দেখেছেও যে, এমন মহিলা নিজেরাই বিভিন্ন বিপজ্জনক রোগের শিকার হয়ে যায় এবং পরিশেষে শিক্ষনীয় মৃত্যুবরন করে কবরের অন্ধকারে চলে যায়, এটা তো তাদের পার্থিব পরিণতি, এবার এরূপ মহিলাদের পরকালীন পরিণতিও শুনুন।

www.dawateislami.net

মহিলাদের জাহান্নামে যাওয়ার কিছু কারণ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামীদের মধ্যে দু'টি ধরন এমন রয়েছে, যাদেরকে আমি (আমার জীবদ্দশায়) দেখিনি (বরং তারা আমার পরবর্তী যুগে হবে) (১) ঐ লোকেরা যাদের নিকট গাভীর লেজের মতো চাবুক থাকবে যা দ্বারা তারা মানুষকে (অন্যায়ভাবে) প্রহার করবে।[১] (২) ঐসকল মহিলা যারা পোশাক পরিধান করার পরও উলঙ্গ হবে, আকর্ষণকারী এবং নিজে আকর্ষিত হবে, তাদের মাথা মোটা উটের কুঁজের মতো হবে, তারা না জান্নাতে যাবে আর না এর সুগন্ধ পাবে, অথচ এর সুবাস অনেক দূর থেকে অনুভব করা যায়। (মুসলিম, ৯০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৮২)

---

১. উদ্দেশ্য হলো যে, ঐ নিষ্ঠুর শাসক বা তার সৈন্যরা চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কথায় কথায় মানুষকে তা দ্বারা মারবে। কেউ তাকে সালাম করলো না বা তার সম্মানার্থে দাঁড়ালো না অথবা তার অত্যাচারের সমর্থন করলো না, তাদেরকে নির্মমভাবে মারবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/২৯০)

www.dawateislami.net

হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা

উপরোক্ত হাদীসে মহিলাদের তিনটি কাজের বর্ণনা রয়েছে, যার কারণে তারা জাহান্নামে যাবে। (১) "**পোশাক পরিধান করার পরও উলঙ্গ হবে**।" অর্থাৎ নিজের শরীরের কিছু অংশ ঢাকবে আর কিছু অংশ দৃশ্যমান রাখবে যাতে তার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় অথবা এমন পাতলা পোষাক পরিধান করলো, যার ফলে তাদের শরীর স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তো তারা যদিওবা পোশাক পরিধান করে থাকবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উলঙ্গই হবে। (২) "**আকর্ষণকারী ও নিজে আকর্ষিত হবে**।" অর্থাৎ মানুষের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং স্বয়ং নিজেরাই তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে অথবা ওড়না তাদের মাথা থেকে এবং বুরকা মুখ থেকে বোরকা সরিয়ে দিবে যাতে তাদের চেহারা প্রকাশ হয় বা নিজেদের কথায় বা গানের মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। (৩) "**তাদের মাথা মোটা উটের কুঁজের মতো হবে**।" এই বাক্যের ব্যাখ্যা তো অনেক রয়েছে। কিন্তুউত্তম ব্যাখ্যা হলো যে, সেই মহিলারা পথ চলার সময় লজ্জায় মাথা নত করে না বরং নির্লজ্জতার

www.dawateislami.net

সহিত ঘাড় উঁচু করে মাথা উঁচিয়ে চারদিকে তাকায়, যেমন উটের পুরো শরীরে (পিটে) কুঁজ উঁচু হয়ে থাকে তদ্রুপ তাদের মাথাও উঁচু থাকবে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৭/৮৩-৮৪, ৩৫২৪নং হাদীসের পাদটিকা)

আহ! বর্ণিত তিনটি বিষয়ই এখন মহিলাদের মাঝে বিদ্যমান

যদি ভাবা হয়, তবে এই তিনটির মধ্যে এমন কোন বিষয়টি যা আমাদের সমাজের মহিলাদের মাঝে পাওয়া যায়না, আমাদের **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজারো বছর পূর্বে যে সংবাদ দিয়েছিলেন তা আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে এবং আমাদের সমাজে মহিলাদের অবস্থা এমন যে, তারা এমন পোশাক পরিধান করে যাতে তাদের শরীরের কিছু অংশ আবৃত থাকে আর কিছু অংশ উলঙ্গ থাকে, অথবা তাদের পোষাক এতো পাতলা হয়, যাতে তাদের গায়ের রং স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে থাকে অথবা তাদের পোশাক এত টাইট ফিট হয়ে থাকে যার ফলে তাদের শরীরের গঠন ফুটে উঠে, তো তারা বাহ্যিকভাবে পোশাক পরিধান করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উলঙ্গ, কেননা পোশাক পরিধান করার উদ্দেশ্য হলো, শরীরকে আবৃত করা এবং এর

www.dawateislami.net

গঠনকে প্রকাশ হওয়া থেকে বাঁচানো আর তাদের পোশাক দ্বারা যেহেতু এই উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না, তাই তারা এমনই যেনো তারা পোশাক পরিধান করেইনি এবং তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা এবং দেখার ধরন এমন হয়, যা দ্বারা তারা মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেদের অবস্থাও এমন হয় যে, পরপুরুষদের প্রতি খুবই অনুরাগী হয়ে পড়ে, ওড়না তাদের মাথা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং (কিছু) বুরকা পরিধানকারী মুখ থেকে নেকাব সরিয়ে চলাফেরা করে যাতে লোকেরা তাদের চেহারা দেখে। এমন মহিলাদের **আল্লাহ পাকে**র আযাব ও জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তিকে ভয় করা উচিত। **আল্লাহ পাক** আমাদের মহিলাদের হেদায়েত ও সঠিক বিবেক দান করো এবং নিজেদের খারাপ অবস্থা সংশোধনের তৌফিক দান করো, আমিন।

দ্বীন ইসলাম মহিলাদের সতীত্বের সবচেয়ে বড় রক্ষক

মনে রাখবেন! একজন সম্মানিত ও লজ্জাশীল মহিলার জন্য তার সতীত্ব সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এবং এরূপ

www.dawateislami.net

মহিলার নিকট তার সতীত্বের গুরুত্ব এতো বেশি হয়ে থাকে যে, সে তা হরন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয় এবং প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ এই বিষয়টি খুবই ভালোভাবে জানে যে, যেই জিনিসটি যতো বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে, তার সুরক্ষার জন্য তত বেশি ব্যবস্থা গ্রহন হয়ে থাকে, এমনকি ঐ সকল উপায় ও মাধ্যমকে দূর করারও পূর্ণ চেষ্টা করা হয়, যা মূল্যবান জিনিস হরনের কারণ হতে পারে আর যেহেতু দ্বীনে ইসলামে মহিলাদের সতীত্বের গুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেশি, তাই দ্বীনে ইসলামে এর সুরক্ষারও পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন দ্বীনে ইসলামে মহিলাদের এমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার উপর আমল না করা মহিলাদের সম্মানের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ নারী তাছাড়া পুরুষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি কিছুটা নত রাখে, আর মহিলাদেরকে বলা হয়েছে যে, নিজের চাদরের একটি অংশ দ্বারা নিজের মুখ আবৃত করে রাখে, নিজের ওড়না গলায় রাখা, তাছাড়া জাহেলিয়্যতের যুগে যেমন বেপর্দা হতো তেমন বেপর্দা যেনো না হয়, মাটিতে পা যেনো এতো জোরে না

www.dawateislami.net

মারে যে, যাতে তাদের ঐ সাজ-সজ্জার প্রকাশ হয়ে যায়, যা তারা গোপন করেছে, পরপুরুষকে নিজেদের সাজ-সজ্জা দেখাবে না, নিজেদের ঘরেই অবস্থান করবে, পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে, নরম ও সুললিত কণ্ঠে কথা বলবে না ইত্যাদি। অতঃপর মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য কুরআনে বলা হয়েছে যে, যারা সতী মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ লাগাবে এবং তা শরীয়তসম্মতভাবে প্রমাণ করতে পারবে না, তবে তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে, তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না এবং তারা ফাসিক। নিষ্পাপ, পবিত্র, ঈমানদার মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দাতাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ এবং কিয়ামতের দিন মহা আযাব রয়েছে।

"মহিলাদের স্বাধীনতার" স্লোগান দাতাদের থেকে বেঁচে থাকুন

এসব বিধানবলী থেকে জানা গেলো যে, দ্বীনে ইসলাম মহিলা ও তাদের সতীত্বের সবচেয়ে বড় রক্ষক এবং এ থেকে ঐসকল লোকদের উপদেশ অর্জন করা উচিত, যারা মুসলমান

www.dawateislami.net

দাবী করার পরও “চাদর ও চার দেয়াল” এর পবিত্রতাকে পদদলিত করে মহিলাদের স্বাধীনতার স্লোগান দেয় এবং আলোকিত মনোভাবের নামে মহিলাদেরকে সব জায়গার শোভা বানানো এবং “নারী অধিকার” এর নামে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাকে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে মহিলাদের সাথে খেলা করাকে সহজ থেকে সহজতর বানাতে ব্যস্ত এবং ঐসকল মহিলাদেরও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, যারা নিজের সম্মান ও সম্ভ্রমের শত্রু, অজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের সুক্ষ্ম কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করে এবং নিজেকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। **আল্লাহ পাক** তাদেরকে হেদায়েত ও সঠিক জ্ঞান দান করোন, আমীন। (সীরাতুল জিনান, ৮/২২-২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পর্দাশীল মেয়েদের কি বিয়ে হয় না?

প্রশ্ন: পরিবারের লোকেরা এজন্যই পর্দা করা থেকে বাঁধা প্রদান করে যে, “কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, ফ্যাশন থেকে দুরে, সাদাসিদে ও শরয়ী পর্দাশীল মেয়েদের বিয়ে হয় না।” একথাটা কি ঠিক?

www.dawateislami.net

উত্তর: এই ধারনাটি একবারে ভুল! লৌহে মাহফুযে যেখানেই জোড়া লিখা রয়েছে, যেকোন অবস্থায় সেখানেই বিয়ে হবে। আর যদি লিখা না থাকে, তবে হাজারো পড়ালেখা করলেও অথবা ফ্যাশন্যাবল হলেও দুনিয়ার কোন ক্ষমতাই বিয়ে করাতে পারবে না। আর যদি ভাগ্যে দেরীতে বিয়ে লিখা থাকে তবে দেরীতেই বিয়ে হবে। প্রতিদিন না জানি কত শিক্ষিতা নারী ও ফ্যাশন পুজারি যুবতী দুর্ঘটনায় অথবা অসুস্থাতার মাধ্যমে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করছে আর কতযে যুবতী মেয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটার শখে ডুবে মরছে। অথবা বেপর্দা ও ফ্যাশন পুজারির কারণে “অবৈধ প্রেমের” ফাঁদে নিজেকে ফাঁসিয়ে দেয় আর স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে না হওয়াতে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়! কখনোই এই ভ্রান্ত ধারনা রাখা উচিত নয় যে, বেপর্দা ও ফ্যাশন পুজা ইত্যাদি গুনাহের পন্থা অবলম্বন করলেই কাজ হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দেবর ভাবীর পর্দা

প্রশ্ন: মহিলাদের কি তার দেবর, ভাসুর, বোনের স্বামী, ফুফা, খালু এবং কাযিন অর্থাৎ খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাইয়ের সাথেও পর্দা রয়েছে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! বরং তাদের সাথে তো পর্দার বিধানে সাবধানতা আরো বেশি হওয়া উচিত। কেননা পরিচিত হওয়ার কারণে পরস্পরের মাঝে দ্বিধা কমে যায় আর এভাবেই অচেনা লোকের তুলনায় অনেক গুন বেশি ফিতনার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আফসোস! আজকাল তাদের সাথে পর্দার মানসিকতা একেবারেই নেই, যদি কোন নেককার মহিলা পর্দা করার চেষ্টা করেও তবে বেচারিকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কিন্তু সাহস হারানো উচিত নয়। বিরূপ পরিস্থিতির পরও যেই সৌভাগ্যবান ইমলামী বোন ইসলামী পর্দা করাতে সফল হয়ে যাবে আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে তখন اِنْ شَآءَ الله দয়াই দয়া হবে।

শশুড় বাড়ীতে কিভাবে পর্দা করবে?

প্রশ্ন: শশুড় বাড়ীতে দেবর, ভাসুর ইত্যাদির সাথে কিভাবে পর্দা করা যায়? সারাদিন পর্দার মধ্যে থাকা অনেক

www.dawateislami.net

কষ্টসাধ্য, পরিবারের কাজ কর্ম করার সময় কিভাবে চেহারা ঢেকে রাখবে?

উত্তর: ঘরে থাকাবস্থায়ও বিশেষ করে দেবর ও ভাসুর ইত্যাদির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। "**বুখারী শরীফে**" হযরত উকবা বিন আমের رَضِیَ اللہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলাদের নিকট যাওয়া থেকে বেঁচে থাকো।" এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! দেবরের ব্যাপারে কি হুকুম? ইরশাদ করলেন: "**দেবর হলো মৃত্যু।**" (বুখারী, ৩/৪৭২, হাদীস ৫২৩২) দেবরের জন্য ভাবীর সামনে যাওয়া যেনো মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া, কেননা এই পর্যায়ে ফিতনার সম্ভাবনা অনেক বেশি। মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত ওয়াকারে মিল্লাত মাওলানা ওয়াকার উদ্দিন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: "ঐ সকল আত্মীয় যারা নামুহরিম, চেহারা, হাতের তালু, কব্জি, পা এবং গোড়ালি ব্যতিত বাকী সব অঙ্গ পর্দা করা আবশ্যক। সৌন্দর্য্য ও সাজ-সজ্জাও তাদের সামনে প্রকাশ করবে না।"

(ওয়াকারুল ফতোয়া, ৩/১৫১)

পরনারীর রূপ মাধুর্য দেখার আযাব

বর্ণিত আছে; "যে ব্যক্তি কামভাব সহকারে কোন পরনারীর রূপ ও মাধুর্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে।" (হেদায়া, ৪/৩৬৮) নিঃসন্দেহে ভাবীও পরনারীর অন্তর্ভূক্ত। যে দেবর বা ভাসুর নিজের ভাবীকে ইচ্ছাকৃতভাবে কামভাব সহকারে দেখে, নিঃসংকোচ ভাবে মেলামেশা করে, হাসি-ঠাট্টা করে, তারা যেনো আপন **প্রতিপালকের** কঠিন শাস্তিকে ভয় করে, দেরী না করে সত্যিকার তাওবা করে নেয়। ভাবী যদি দেবরকে ছোট ভাই আর ভাসুরকে বড় ভাই বলে, তবুও তা দ্বারা বেপর্দা এবং নিঃসংকোচতা জায়িয হবে না, বরং কথাবার্তার ধরণও দূরত্বকে দূর করে নৈকট্য বাড়িয়ে দেয় এবং দেবর ও ভাবী কুদৃষ্টি, নিঃসংকোচতা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি গুনাহের সাগরে আরও অধিক পরিমাণে ডুবিয়ে দেয়। অথচ ভাসুর, দেবর এবং ভাবী পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলাতেও একাধারে ভয়ের ঘন্টা বাজাতে থাকে।

আল্লাহ! যেনো আমার কথা অন্তরে গেঁথে যায়

www.dawateislami.net

দেবর, ভাসুর এবং ভাবী ইত্যাদি সাবধান হোন। কেননা, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: "اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ অর্থাৎ চোখ যিনা করে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩/৩০৫, হাদীস ৮৮৫৬) যাই হোক যদি একই পরিবারে থাকাবস্থায় মহিলাদের জন্য কাছের নামুহরিম আত্মীয়ের সাথে পর্দা করা কষ্টসাধ্য হয়, তবে চেহারা খোলার অনুমতি তো রয়েছে। কিন্তু কাপড় যেনো এতো পাতলা না হয়, যার দ্বারা দেহ অথবা মাথার চুল ইত্যাদির রং প্রকাশ পায় অথবা এমন আটোসাঁটো না হয় যাতে দেহের অঙ্গ সমূহ, শরীরের আকৃতি, গঠন এবং বুকের স্ফিতি (উর্বরতা) ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: কুদৃষ্টির আযাব বর্ণনা করুন।

উত্তর: "মুকাশাফাতুল কুলুবে" বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয় হারাম দৃষ্টিতে পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুন পূর্ণ করা হবে।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আগুনের শলাকা

হযরত আল্লামা আবু ফরয আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্বৃত করেন: "মহিলার সৌন্দর্য্যকে দেখা ইবলিসের বিষাক্ত তীর গুলোর মধ্যে থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি নামুহরিম থেকে নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করবে না, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা প্রবেশ করানো হবে।" (বাহরুল দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাতানো ভাই-বোনের সাথেও কি পর্দা রয়েছে?

প্রশ্ন: পাতানো বাবা, ভাই এবং ছেলে ইত্যাদির সাথেও কি মহিলাদের পর্দা রয়েছে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! তাদের সাথেও পর্দা রয়েছে, কেননা কাউকে বাবা, ভাই অথবা ছেলে বানিয়ে নেয়াতে সে সত্যিকার বাবা, ভাই বা ছেলে হয়ে যায় না। তাদের সাথে তো বিবাহও জায়িয। আমাদের সমাজে পাতানো সম্পর্কের প্রচলন অহরহ, কোন পুরুষ কাউকে "মা" বানিয়ে বসে আছে, কোন মেয়ে কাউকে "ভাই" বানিয়ে বসে আছে, তো

www.dawateislami.net

কোন “মহিলা” কাউকে “ছেলে” বানিয়ে বসে আছে, কেউ কোন যুবতি মেয়ের পাতানো “চাচা”। অপরদিকে কেউ পাতানো “বাবা” আর অতঃপর বেপর্দা, পরস্পর হাসিঠাট্টা ইত্যাদি গুনাহের এমন বন্যা বয়ে যায় যে, اَلْاَمَان وَالْحَفِيْظ (**আল্লাহ** আমাদের বাচিঁয়ে রাখুন!) বিপরীত লিঙ্গের সাথে পাতানো সম্পর্ক স্থাপনকারী ও কারীনিদের **আল্লাহ পাক**কে ভয় করা উচিত। আর পুরুষ ও মহিলার এরূপ পাতানো সম্পর্ক করা উচিত নয়, নিশ্চয় শয়তান আগে থেকে জানিয়ে আক্রমণ করে না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “দুনিয়া এবং মহিলা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা বনি ইসরাঈলে সর্বপ্রথম ফিতনা মহিলার কারণে হয়েছিলো।” (মুসলিম, ১৪৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮৪২)

পালক সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন: কারো বাচ্চাকে দত্তক নেয়া যাবে কি না?

উত্তর: নিতে পারবে, কিন্তু যদি সে নামুহরিম হয়, তবে যখন থেকে মহিলাদের সম্পর্কে বুঝতে শুরু করবে, তখন তার সাথে পর্দা করতে হবে। ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: “মুশতাহাত (অর্থাৎ বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী যুবতী) এর বয়স কমপক্ষে ৯ বছর এবং “মুরাহিক

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী ছেলে) এর বয়স (হিজরী সন অনুযায়ী) ১২ বছর।" (রদ্দুল মুহতার, ৪/১১৮)

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নয় বছরের কম বয়সী মেয়েদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই এবং যখন তার বয়স পনের বছর হবে তখন সকল নামুহরিম থেকে পর্দা করা ওয়াজিব এবং নয় থেকে পনেরো বছরের মাঝে যদি বয়ঃসন্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে পর্দা ওয়াজিব। আর প্রকাশ না পেলে তবে মুস্তাহাব। বিশেষ করে বারো বছর বয়সের পরে খুবই জোড় রয়েছে যে, এটি বয়ঃসন্ধি এবং উত্তেজনা পূর্ণ হওয়ার বয়স। (অর্থাৎ ১২ বছর বয়সী মেয়ের বয়ঃসন্ধির এবং উত্তেজনা পূর্ণতায় পৌঁছানোর কাছাকাছি সময়)। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৬৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পালিত পুত্রের সাথে পর্দা জায়িয হওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন: শৈশবকাল থেকে পালিত পুত্র যখন বুঝতে শুরু করবে তখন তার সাথে পর্দা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এমন কোন পদ্ধতি বলে দিন যেনো পালিত পুত্র যুবক হওয়ার পর পর্দা ওয়াজিব না হয়?

www.dawateislami.net

উত্তর: এর পদ্ধতি হলো, যে ছেলে বা মেয়েকে পালক নিবে তার সাথে দুধের সম্পর্ক গড়ে নেয়া। কিন্তু দুধের সম্পর্ক গড়তে এ বিষয়টি মনে রাখা আবশ্যক যে, যদি মেয়েকে পালক নিতে হয় তবে স্বামীর পক্ষ থেকে যেনো সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যেমন; স্বামীর বোন অথবা ভাতিজি বা ভাগ্নি যেনো সেই মেয়েকে দুধ পান করিয়ে দেয় এবং যদি ছেলে সন্তানকে পালক নিতে হয় তবে স্ত্রী তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে দুধের সম্পর্ক সৃষ্টি করবে যেমন; স্ত্রী নিজে অথবা তার বোন বা মেয়ে কিংবা ভাগ্নি বা ভাতিজি যেনো সেই সন্তানকে নিজের দুধ পান করিয়ে দেয়। এভাবে উভয় পদ্ধতিতে স্ত্রী এবং স্বামী দু'জনেরই পর্দার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্মরণ রাখবেন! যখনই দুধের সম্পর্ক সৃষ্টি করবে, তখন বাচ্চাকে (হিজরী সনের হিসাবে) দুই বছরের মধ্যে পান করাবে। এরপর দুধ পান করানো জায়িয নয় বরং মায়ের জন্য তার নিজের সন্তানকেও দুই বছরের পর দুধ পান করানো জায়িয নয় কিন্তু যদি আড়াই বছরের মধ্যে বাচ্চা কোন মহিলার দুধ পান করে নেয়, তবুও দুধের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পীর ও মুরিদনীর পর্দা

প্রশ্ন: পীর ও মুরিদনীর মাঝেও কি পর্দা রয়েছে?

উত্তর: জী হ্যাঁ, নামুহমি পীর ও মহিলারও পরস্পরের মধ্যে পর্দা রয়েছে। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "পর্দার ক্ষেত্রে পীর ও পীর নয় এর সকল পরপুরুষ হুকুম একই।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/২০৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথাবার্তার ধরন কিরূপ হবে?

প্রশ্ন: মহিলা প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কিভাবে কথা বলবে?

উত্তর: ২২তম পারা সূরা আহযাবের ৩২নং আয়াতে রয়েছে:

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও, যদি **আল্লাহকে** ভয় করো তাহলে

www.dawateislami.net

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾

(পারা ২২, আহযাব, আয়াত ৩২)

কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না যেন অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে; হ্যাঁ, ভালো কথা বলো।

এই মুবারক আয়াতের আলোকে "তাফসীর সীরাতুল জিনানে" রয়েছে: (اِنِ اتَّقَيْتُنَّ: **যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো**) আয়াতের এই অংশে সম্মানিত স্ত্রীগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُنَّ (অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ) কে "একটি শিষ্টাচার" শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা **আল্লাহ পাকের** আদেশ ও **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির বিরোধিতা করতে ভয় পাও, তবে যখন কোন প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে হয় তখন এমন ধরন অবলম্বন করো, যাতে কন্ঠে কোমলতা সৃষ্টি না হয় এবং কথায় নম্রতা না থাকে, বরং খুব সাদাসিদে কথা বলবে আর যদি দ্বীন ও ইসলাম এবং নেকীর প্রশিক্ষণ ও ওয়াজ নসিহতের প্রয়োজন হয় তবুও কোমল এবং নম্র ভাষায় যেনো না হয়।

(তাফসীরে আবু সাওদ, ৪/৩১৯-৩২০। মাদারিক, ৯৪০ পৃষ্ঠা। জামাল, ১/১৭০)

www.dawateislami.net

কোনো মহিলা পরপুরুষের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে না

আল্লামা আহমাদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সম্মানিতা বিবিগণ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ হলেন উম্মতের মা আর কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের ব্যাপারে মন্দ ও নোংরা চিন্তা করার কল্পনাও করতে পারে না, এরপরও সম্মানিতা বিবিদের رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ কে কথা বলার সময় নম্র কণ্ঠস্বর অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকেরা কোনো প্রকার লোভ করতে না, কেননা তাদের অন্তরে **আল্লাহ পাকের** ভয় থাকে না, যার কারণে তাদের পক্ষ থেকে কোন মন্দ লালসার আশঙ্কা ছিলো! এজন্য নম্র স্বর অবলম্বন করতে নিষেধ করে এ মাধ্যমটিই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। (তাফসীরে সাভী, ৫/১৬৩৭) এ থেকে প্রতীয়মান হয়ে যে, যখন সম্মানিতা বিবিগণের رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ জন্য এই হুকুম তখন অবশিষ্ট মহিলাদের জন্য এই হুকুম কতো বেশি হবে যে, অন্যদের ক্ষেত্রে তো ফিতনার সুযোগ আরো বেশি।

www.dawateislami.net

সতীত্ব ও পবিত্রতার হিফাযতকারিনী রমণীদের শানের উপযুক্ত কাজ

এই আয়াত থেকে জানা গেলো যে, নিজের সতীত্ব ও পবিত্রতার হিফাযতকারিনী রমণীদের শানের উপযুক্ত এটাই যে, যখন তাদের কোনো প্রয়োজন, অপারগতা এবং চাহিদার কারণে কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হয়, তখন তাদের কন্ঠে যেনো কোমলতা না থাকে এবং আওয়াজেও নম্র ও নমনীয় হবে না বরং তাদের স্বরে যেনো অপরিচিতি ভাব থাকে এবং আওয়াজে সম্পর্কহীনতা যেনো প্রকাশ পায়। যাতে সম্মুখস্থ ব্যক্তি কোনো মন্দ লোভ করতে না পারে এবং তার অন্তরে কামভাব সৃষ্টি না হয়। যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছায়াতলে জীবনযাপনকারিনী উম্মতের মায়েদেরকে এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার সবচেয়ে বেশি হিফাযতকারিনী সম্মানিতা মহিলাদেরকে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, কোমল ভাষা ও নমনীয় ভঙ্গিতে কথা না বলার, যাতে লম্পটদের লোভের কোন সুযোগ না থাকে, তো অন্যান্য মহিলাদের জন্য কি হুকুম হবে তা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।

www.dawateislami.net

সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় দ্বীন ইসলামের ভূমিকা

দ্বীন ইসলামের এই সম্মান অর্জিত যে, তা সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাছাড়া যে বিষয়গুলো এ পথে বড় বাঁধা, তা দূর করার জন্য খুবই সুন্দর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অশ্লীলতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা সুন্দর সমাজের জন্য প্রাণঘাতী বিষতুল্য, দ্বীনে ইসলাম যেমন এই বিষয়গুলো দূর করার জন্য জোর দিয়েছে, তেমনই এসব উপায় ও কারণ দূর করার প্রতিও মনোযোগ দিয়েছে, যা দ্বারা অশ্লীলতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়তে পারে, যেমন; মহিলাদে নম্র ও কোমল স্বরে কথা বলা পুরুষের অন্তরে লালসা (অর্থাৎ নোংরা আকাঙ্ক্ষার) বীজ বপনের জন্য খুবই কার্যকর আর অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে ধাবিতকারী মহিলারা প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিষয়েরই আশ্রয় নেয়। তাই ইসলাম এই উৎসগুলোই বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সমাজ সুন্দর থাকে এবং এর ভিত্তি শক্তিশালী হয়। আফসোস! আমাদের সমাজে স্বাধীনতা, আলোকিত মনোভাব ও আর্থিক উন্নতির নামে মহিলাদের পরপুরুষের সাথে কথা বলার নতুন নতুন সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে এবং মহিলাদের

www.dawateislami.net

নম্র ও কোমল স্বরে কথা বলার যথারীতি প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ, বাণিজ্য, মিডিয়া এবং টেলিকম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এমনকি দুনিয়াবী বিভাগসমূহে সাধারণ দিকনির্দেশনা ও সেবার হয়তো এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রশিক্ষিত মহিলা বিদ্যমান নেই এবং এর ফলাফল সবার সামনেই রয়েছে আর এই মহিলারা ভাল করেই জানে যে, অন্য মহিলাদের তুলনায় লম্পট (অর্থাৎ নোংরা আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী) পুরুষদের সাথে তাদের কতটা বেশি মিশতে হয়।

আল্লাহ পাক মানুষকে সঠিক জ্ঞান ও হেদায়েত দান করো এবং দ্বীন ইসলামের রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাকে বুঝার ও অনুসরণ করার তৌফিক দান করো, আমীন। (সীরাতুল জিনান, ৮/১৬-১৮)

হে **আল্লাহ পাক**! হযরত বিবি ফাতিমা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا এর লজ্জাশীলতার চাদরের ওসিলায় সমস্ত মুসলমান মহিলাদেরকে ইসলামী পর্দা করার সৌভাগ্য দান করো, আমীন।

www.dawateislami.net

বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার ৩২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

-আল মদীনা-

মদীনার বিচ্ছেদ, বক্বী, মাগফিরাত ও বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদাউসে আক্বার প্রতিবেশিত্ব প্রার্থী

১৬ শা'বান শরীফ ১৪৪৪ হিঃ

09-03-2023

মেরা হার আমাল বাস তেরি ওয়াস্তে হো
কর এখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহি

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মজীদ	
তাফসীরে ছা'লাবী	দারে ইহইয়াউত তুরাচুল আরবি বৈরুত
তাফসীরে দুররে মনচুর	দারুল ফিকির বৈরুত
তাফসীরে আবু সাওদ	দারুল ফিকির বৈরুত
তাফসীরে মাদারিক	দারুল মারিফা বৈরুত
তাফসীরে জামাল	করাচী
তাফসীরে সাভী	দারুল ফিকির বৈরুত

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কিতাব	প্রকাশনা
তাফসীরে রুহুল বয়ান	দারে ইহইয়াউত তুরাছুল আরাবি বৈরুত
তাফসীরে নুরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানি মারকাজুল আউলিয়া লাহোর
তাফসীরে সীরাতুল জিনান	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
মুসলিম	দারুল কিতাবুল আরাবি বৈরুত
আবু দাউদ	দারে ইহইয়াউত তুরাচিল আরাবি বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির বৈরুত
মু'জামুল কবীর	দারে ইহইয়াউত তুরাচিল আরাবি বৈরুত
হিলিয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
শরহে সহীহ মুসলিম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
মিরকাত	দারুল ফিকির বৈরুত
মিরআত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন লাহোর
ফাযায়িলিস সাহাবা	মু'সসাসাতুর রিসালা বৈরুত
শরফুল মুস্তফা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
আল কাউলুল বদী	মু'সসাসাতুর রিসালা বৈরুত
তাযকিরাতুল আউলিয়া	ইনতিশারাতে গাঞ্জিনা তেহরান
আখবারুল আখবার	ফারুক একাডেমী গমবট খেরপুর
মুহাসাবাতুন নফস	আল মাকতাবাতুল আসিরিয়া বৈরুত
বাহরুদ দুমু	মাকতাবাতু দারুল ফজর দামেশক
কুররাতুল উয়ুন মাআ রাওযুল ফায়িক	দারে ইহইয়াউত তুরাচিল আরাবি বৈরুত

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কিতাব	প্রকাশনা
কাশফুল খফা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
হেদায়া	দারে ইহইয়াউত তুরাচিল আরাবি বৈরুত
রদ্দুল মুখতার	দারুল মারিফা বৈরুত
ফতোয়ায়ে রযবিয়া	রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর
ওয়াকারুল ফতোয়া	বযমে ওয়াকার উদ্দিন করাচী
বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
হাদায়িকে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
যওকে নাত	মাকবাতুল মদীনা করাচী

এই পুস্তিকাটি পাঠ করে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরস এবং মিলাদের জুলুস ইত্যাদিতে মাকবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা এবং মাদানী ফুলের লিফলেট বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস করুন, সংবাদপত্র বিক্রেতা বা শিশুদের মাধ্যমে আপনার মহল্লার ঘরে ঘরে সামর্থ্য অনুযায়ী পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট প্রতি মাসে বন্টন করে নেকীর দাওয়াতের সারা জাগান এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ

মহিলাদের চাদরও দেখিয়ো না

দ্বিতীয় শতকের তাবেয়ী বুযুর্গ আলা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه (ওফাত: ১৭৪ হিজরি) বলেন: মহিলাদের চাদরের উপরো দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে।

(আয-যুহদ লি আহমদ বিন হাম্বল, বাণী নং: ১৪২৮)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

কারবালা মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কারাম শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৫৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net